بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১০ জানুয়ারি, ২০২০ মোতাবেক ১০ সুলাহ্, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেনঃ

গত জুমুআর খুতবায় ওয়াক্ফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণার ক্ষেত্রে আমি বিভিন্ন দেশের জামা'তগুলোর যে অবস্থান বর্ণনা করেছিলাম তাতে বলেছিলাম, যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন জামা'তের মধ্যে ওয়াক্ফে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে রয়েছে ইসলামাবাদ জামা'ত; কিন্তু পরবর্তীতে এ বিষয়টি সামনে এসেছে যে, ঐ তথ্যটি ভুল ছিল। প্রথম স্থানে রয়েছে অল্ডারশট জামা'ত আর ইসলামাবাদ জামা'ত রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। কীভাবে (এই ভুল) হয়েছে এবং কেন হয়েছে এর ব্যাখ্যায় আমি যেতে চাই না। যাহোক, এই সংশোধনীর প্রয়োজন ছিল তাই আমি সর্বাগ্রে এটিকেই নিয়েছি।

অল্ডারশট জামা'ত অনেক কুরবানী বা ত্যাগ স্বীকার করছে, মাশাআল্লাহ্। আর বিশেষভাবে লাজনা ইমাইল্লাহ্ অল্ডারশট এর প্রেসিডেন্ট আমাকে লিখেছিলেন যে, কীভাবে কতেক মহিলা অসাধারণ কুরবানী করেছেন। তাদের ত্যাগের স্পৃহা দৃষ্টান্তপূর্ণ। আল্লাহ্ তা'লা তাদের ধনসম্পদ এবং জনবলে বরকত দান করুন। গত খুতবায় আমি সাধারণত দরিদ্রদের এবং দরিদ্র দেশসমূহে বসবাসকারীদের কুরবানীর বিভিন্ন ঘটনা এ জন্য বর্ণনা করেছিলাম যাতে ধনীদের মধ্যেও এই চেতনা সৃষ্টি হয় আর তারাও যেন কুরবানীর মর্ম অনুধাবন করে; নতুবা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এসব উন্নত দেশেও অনেক এমন মানুষ আছেন যারা জাগতিক চাহিদা বা প্রয়োজনাদীকে উপেক্ষা করে কুরবানী করে থাকেন। যাহোক, যেমনটি আমি বলেছি, যুক্তরাজ্যের জামা'তগুলোর মধ্যে ওয়াক্ফে জাদীদের (চাঁদা সংগ্রহের) ক্ষেত্রে তালিকার শীর্ষে রয়েছে অল্ডারশট জামা'ত।

এবার আমি আজকের খুতবার বিষয়বস্তুর দিকে আসছি, তা হল ধারাবাহিকভাবে বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ। গত খুতবার আগের (খুতবায়) হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছিল আর কিছুটা বাকি রয়ে গিয়েছিল। আজও তারই স্মৃতিচারণ করব কিন্তু এক্ষেত্রেও একটি উদ্ধৃতির সংশোধনীর প্রয়োজন রয়েছে, যা গত খুতবায় আমি বর্ণনা করেছিলাম। অনুভূত হওয়া সত্ত্বেও যারা উদ্ধৃতি প্রেরণ করেন আমি তাদের কাছে তা উল্লেখ করিনি, কিন্তু রিসার্চ সেল-এ কর্মরত আমাদের কর্মীরা নিজেরাই অনুভব করেছে এবং এই সংশোধনী প্রেরণ করেছে। যাহোক, এর ফলে আমারও যে ভুল ধারণা ছিল, তা-ও দূর হয়ে গেছে। মাশাআল্লাহ্ (তারা) নিজেদের পক্ষ থেকে অনেক পরিশ্রম করে এসব উদ্ধৃতি খুঁজে বের করেন কিন্তু কখনো কখনো তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে এমন উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন যা দু'জন সাহাবীর সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনাকে গুলিয়ে ফেলে। অনুরূপভাবে অনেক সময় আরবী বাক্যাবলীর অনুবাদের ক্ষেত্রেও সঠিক শব্দচয়ন না করার কারণে বাস্তবতা বা বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় না। যাহোক, এর বরাতে এখন তারা নিজেরাই সংশোধন করে পাঠিয়েছে, যা আমি প্রথমে বর্ণনা করবো এবং এরপর বাকি স্মৃতিচারণ হবে।

২৭শে ডিসেম্বরের খুতবায় হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'র পরিচিতিতে একথা বর্ণিত হয়েছিল যে, "মহানবী (সা.) হযরত সা'দ এবং তুলায়েব বিন উমায়ের (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেন– যিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন। আর ইবনে

ইসহাকের মতে মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ এবং হযরত আবু যার গিফ্ফারী (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন রচনা করিয়েছিলেন, কিন্তু কারো কারো এ বিষয়ে দ্বিমতও রয়েছে। ওয়াক্দী এটি অস্বীকার করেছেন, কেননা, তার মতে মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের পূর্বে সাহাবীদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন আর হযরত আবু যার গিফ্ফারী (রা.) তখন মদীনায় উপস্থিত ছিলেন না, এমনকি তিনি (মদীনায়) আসেনও নি। এছাড়া বদর, উহুদ এবং পরিখার যুদ্ধেও যোগদান করেন নি, বরং এসব যুদ্ধের পর তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়েছিলেন। আমি একথাই বলেছিলাম যে, এ হল তার যুক্তি। যাহোক, আসল বিষয়টি এরূপ নয়। ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের এই ঘটনা মূলত হযরত মুনযের বিন আমর বিন খুনাইস (রা.)'র প্রসঙ্গে ছিল।

(উসদুল গাবাহ্, পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ২৫৮, মুনযের বিন আমর, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ প্রকাশিত)

রিসার্চ সেল (এর কর্মীরা) স্বয়ং লিখেছে, যে গ্রন্থ থেকে এই (উদ্ধৃতি) সংগ্রহ করা হয়, সেখানে তাঁর সাথে হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'রও উল্লেখ ছিল, কাজেই রিসার্চ সেল এর পক্ষ থেকে ভুলক্রমে এই বাক্য হযরত সা'দ এর বরাতেও বর্ণনা করা হয়েছে বা লিখে দেওয়া হয়েছে, যদিও হযরত মুনযের বিন আমর (রা.)'র স্মৃতিচারণে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের এ কথা উল্লেখ রয়েছে, যা আমি গত বছরের শুরুতে ২৫শে জানুয়ারির খুতবায় সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। যাহোক, এটি ছিল একটি সংশোধনী। এরপর যে আলোচনা চলছিল তা হল, খন্দক বা পরিখার যুদ্ধের ঘটনা যখন ঘটে তখন মহানবী (সা.) উয়েইনা বিন হিছন-কে এই শর্তে মদীনার এক তৃতীয়াংশ খেজুর প্রদানের প্রস্তাব সম্পর্কে প্রণিধান করেন অর্থাৎ, গাতফান গোত্রের যেসব মানুষ তার সঙ্গে আছে, সে তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। সবাইকে বাদ দিয়ে মহানবী (সা.) শুধুমাত্র হযরত সা'দ বিন মুআয এবং হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'র কাছে (এ বিষয়ে) পরার্মশ কামনা করেন। তখন তারা উভয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমনটি করার নির্দেশ পেয়ে থাকেন তাহলে আপনি এভাবেই করুন। আর যদি এমনটি না হয় তাহলে খোদার কসম! আমরা তরবারি বৈ (তাদেরকে) কিছুই দেব না, অর্থাৎ আমরা আমাদের অধিকার আদায় করব অথবা তাদের কপটতা বা অঙ্গীকার ভঙ্গের যে শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে তারা তা-ই পাবে। মহানবী (সা.) বলেন, আমাকে কোন কিছুর নির্দেশ দেওয়া হয় নি, আমি তোমাদের সামনে যা বলেছি তা আমার ব্যক্তিগত অভিমত। (তখন) তারা উভয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! অজ্ঞতার যুগেও এরা আমাদের কাছে এরূপ প্রত্যাশা রাখে নি, তাহলে আজ কীভাবে (এটি সম্ভব) যখন আল্লাহ্ আমাদেরকে আপনার মাধ্যমে হিদায়েত দিয়েছেন বা সুপথ দেখিয়েছেন। অর্থাৎ, পূর্বে যে রীতি অনুসৃত হচ্ছিল আজ তাদের সাথেও তা-ই করা হবে। মহানবী (সা.) তাদের উভয়ের এই উত্তরে আনন্দিত হন।

(উসদুল গাবাহ্, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৪৪২, সা'দ বিন উবাদাহ, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ প্রকাশিত)

এর বিস্তারিত বিবরণ খন্দকের যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনায় হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে উল্লেখ করেছেন- এ দিনটি মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক, উৎকণ্ঠা এবং আশঙ্কাজনক দিন ছিল। আর এই অবরোধ যতই দীর্ঘায়িত হচ্ছিল মুসলমানদের প্রতিরোধ শক্তি অবশ্যই দুর্বল হয়ে পড়ছিল। যদিও তাদের হৃদয় বিশ্বাস ও নিষ্ঠায় সমৃদ্ধ ছিল কিন্তু শরীর যেহেতু প্রাকৃতিক বিধান (অনুযায়ী) উপকরণের ওপর নির্ভরশীল তাই তা দুর্বল বা ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। অর্থাৎ দেহের বিভিন্ন চাহিদা রয়েছে। বিশ্রাম এবং খোরাকের প্রয়োজন

রয়েছে। অবরোধ দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে অবিশ্রামও ছিল, খাদ্য-চাহিদাও যথাযথভাবে পূর্ণ হচ্ছিল না, এজন্য ক্লান্তি-শ্রান্তিও দেখা দিচ্ছিল, দুর্বলতাও সৃষ্টি হচ্ছিল, (কেননা) দেহের জন্য এগুলো হল প্রকৃতগত চাহিদা। মহানবী (সা.) যখন এরূপ অবস্থা অবলোকন করেন তখন তিনি আনসাদের নেতা সা'দ বিন মুআয এবং সা'দ বিন ঊবাদাহ্ (রা.)-কে ডেকে তাদেরকে এই অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং পরামর্শ কামনা করেন যে, এই অবস্থায় আমাদের কী করা উচিত? অর্থাৎ মুসলমানদের ও দরিদ্রদের অবস্থা এমন হচ্ছে আর পাশাপাশি নিজের পক্ষ থেকে একথা বলেন, যদি তোমরা চাও তাহলে এটিও হতে পারে যে, গাতফান গোত্রকে মদীনার রাজস্ব হতে কিছু অংশ দিয়ে এই যুদ্ধ রহিত করা যায়। সা'দ বিন মুআয এবং সা'দ বিন আবি ঊবাদাহ্ (রা.) সহমত হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এ সম্পর্কে যদি আপনার প্রতি খোদার কোন ওহী হয়ে থাকে তাহলে তা-ই শিরোধার্য; এমন পরিস্থিতিতে আপনি অবশ্যই সানন্দে সেই পরামর্শ অনুসারে কাজ করুন। তিনি (সা.) বলেন, না; এ সম্পর্কে আমার প্রতি কোন ওহী হয় নি, আমি তো শুধু আপনাদের কষ্টের কারণে পরামর্শ হিসেবে (এটি) জানতে চাচ্ছি। তখন উভয় সা'দ উত্তর দেন, তাহলে আমাদের পরামর্শ হল, আমরা যখন মুশরিক অবস্থায়ই কখনো কোন শত্রুকে কিছু দেই নি তাহলে এখন মুসলমান হয়ে কেন দেব? অর্থাৎ সেখানে তাদের যে প্রচলিত বিধান রয়েছে এখনও সে মোতাবেক কাজ হবে। এরপর তারা বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা তাদেরকে তরবারির তীক্ষ্ণ (আঘাত) ছাড়া আর কিছুই দেব না। মহানবী (সা.)-এর যেহেতু আনসারদের কারণেই দুশ্চিন্তা ছিল আর অন্যরাও যেহেতু সেখানে বসবাস করছে তাই আনসারদের ভেতর যেন কোনরূপ অনুযোগ অথবা দীর্ঘ অবরোধের কারণে কোন দ্বিধাদ্বন্দ বা উৎকণ্ঠা (সৃষ্টি না হয়), যারা মদীনার আসল বাসিন্দা সেসব আনসারের ব্যাপারেই দুশ্চিন্তা ছিল, আর এই পরামর্শ নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর (সা.) উদ্দেশ্যও সম্ভবত এটিই ছিল যে, আনসারদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া অর্থাৎ, তারা এই বিপদাপদে আবার উদ্বিগ্ন নয় তো? যদি তারা উদ্বিগ্ন হন তাহলে তাদের মনস্তুষ্টি করা হোক। তাই তিনি (সা.) সানন্দে তাদের এই পরামর্শ গ্রহণ করেন, এরপর যুদ্ধও বলবৎ থাকে।

{হযরত সাহেবযাদা হযরত মীর্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.) প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.), পৃঃ ৫৮৯-৫৯০}

খন্দকের যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) কুরায়যাহ্ গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতার উল্লেখ করে বলেন,

"আবু সুফিয়ান এই কূটকৌশল অবলম্বন করে যে, বনু নযীর গোত্রের ইহুদী নেতা হুয়াই বিন আখতাবকে এই নিদের্শ দেয়, সে যেন রাতের আঁধারে বনু কুরায়যাহ্র দুর্গ অভিমুখে যায় আর তাদের নেতা কা'ব বিন আসাদ এর সাথে মিলিত হয়ে বনু কুরায়যাকে নিজেদের দলে ভিড়ানোর চেষ্টা করে। অতএব, হুয়াই বিন আখতাব সুযোগ বুঝে কা'ব এর বাড়িতে পৌঁছে। প্রথমে তো কা'ব তার কথা শুনতে অস্বীকার করে এবং বলে, মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে আমাদের দৃঢ় চুক্তি বা অঙ্গীকার রয়েছে আর মুহাম্মদ (সা.) সর্বদা পরম বিশ্বস্ততার সাথে স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন, তাই আমি তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। কিন্তু হুয়াই তাকে এমন প্রলোভন দেখায় এবং অচিরেই ইসলামের নিশ্চিহ্ন বা ধ্বংস হওয়ার এরূপ নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং তার এই অঙ্গীকার, অর্থাৎ ইসলামকে নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত আমরা মদীনা থেকে ফিরে যাবো না- এমন জোরালোভাবে বর্ণনা করে যে, অবশেষে সে সম্মত হয় আর এভাবে বনু কুরায়যাহ্র শক্তিও তাদের অনুকূলে এসে যুক্ত হয়। (যে বাইরে

থেকে এই শক্তিকে প্রলুব্ধ করতে এসেছিল,) যারা পূর্বেই শক্তিতে বলীয়ান ছিল। (অর্থাৎ, তাদের কাছে পূর্বেই অনেক জাগতিক শক্তি ছিল।) বনু কুরায়যাহ্র এই চরম বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে যখন মহানবী (সা.) জ্ঞাত হন তখন তিনি প্রথমে ২-৩ বার একান্ত গোপনে যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-কে অবস্থা জানার জন্য প্রেরণ করেন এরপর রীতিমত অওস এবং খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয, সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) এবং অন্যান্য প্রভাবশালী সাহাবীদের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধিদল বনু কুরায়যাহ্র কাছে প্রেরণ করেন আর তাদেরকে এই তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেন, যদি কোন আশঙ্কাজনক সংবাদ থাকে তাহলে ফিরে এসে প্রকাশ্যে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে না বরং আকার-ইঙ্গিতে বুঝাবে যাতে সাধারণ্যে ত্রাস বা শঙ্কা সৃষ্টি না হয়। তারা যখন বনু কুরায়যাহ্র নিবাসে পৌঁছেন এবং তাদের নেতা কা'ব বিন আসাদ এর কাছে যান তখন সেই দুর্ভাগা তাদের সঙ্গে চরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আর সা'দাঈন (অর্থাৎ উভয় সা'দ) তাদের পক্ষ থেকে চুক্তির কথা উল্লেখ করলে সে এবং তার গোত্রের লোকেরা দম্ভভরে বলে, **'যাও মুহাম্মদ (সা.) এবং আমাদের মাঝে কোন চুক্তি নেই'**। একথা শোনার পর সাহাবীদের দলটি সেখান থেকে উঠে চলে আসেন আর সা'দ বিন মুআয এবং সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে যথারীতি তাঁকে অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত করেন।

{হযরত সাহেবযাদা হযরত মীর্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.) প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.), পৃঃ ৫৮৪-৫৮৫}

যাহোক, এরপর যে যুদ্ধ হচ্ছিল অথবা তাদের যে শাস্তি-ই প্রাপ্য ছিল, তা চলতে থাকে। বনু কুরায়যাহ্র যুদ্ধের সময় হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) অনেকগুলো উটের ওপর খেজুর বোঝাই করে মহানবী (সা.) ও মুসলমানদের জন্য প্রেরণ করেন, যা তাঁদের সবার আহার্য ছিল। তখন মহানবী (সা.) বলেছিলেন, **খেজুর কতই না উত্তম খাদ্য!**

(সাবিলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৬ গাযওয়াহ্ বানী কুরায়যাহ্, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৩ সনে প্রকাশিত)

অষ্টম হিজরী সনের জমাদিউল উলা মাসে সংঘটিত মু'তার যুদ্ধে হযরত যায়েদ (রা.) শহীদ হলে মহানবী (সা.) তার পরিবারের কাছে সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য যান। তখন তার মেয়ে (বিয়োগ) বেদনা ও দুঃখ-কষ্টের কারণে কাঁদতে কাঁদতে মহানবী (সা.)-এর কাছে আসলে মহানবী (সা.)ও অনেক কাঁদতে থাকেন। তখন হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এটি কী? তিনি (সা.) বলেন, **'হাযা শাওকুল হাবীবে ইলা হাবীবিহী'**। অর্থাৎ, **এটি এক প্রেমাস্পদের প্রতি তার প্রেমিকের ভালোবাসা**।

(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪, যায়েদুল হুব্বে বিন হারেসাহ্, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সনে প্রকাশিত)

সহীহ্ বুখারীর আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে। পূর্বেরটি সহীহ্ বুখারীর ছিল না, সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েতটি হল, হিশাম বিন উরওয়াহ্ তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন কুরাইশরা এ সংবাদ পায় আর আবু সুফিয়ান বিন হার্ব, হাকীম বিন হিযাম এবং বুদায়েল বিন ওয়ারকা মহানবী (সা.)-এর সন্ধানে বের হয় এবং চলতে চলতে তারা **'মাররুয্ যাহরান'** নামক স্থানে পৌঁছে। **'মাররুয্ যাহরান'** মক্কা অভিমুখে একটি স্থান যেখানে অনেক ঝর্ণা এবং খেজুর বাগান রয়েছে। এটি মক্কা থেকে পাঁচ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। যাহোক, সেখানে পৌঁছার পর তারা দেখে যে, অনেক আগুন প্রজ্জ্বলিত রয়েছে যেমনটি হজ্জের সময় আরাফাত প্রান্তরের সামনে হয়ে থাকে। আবু সুফিয়ান বলে, এগুলো কী? এমন মনে হচ্ছে যেন আরাফাতের আগুন। বুদায়েল বিন ওয়ারকা

বলে, বনু আমর এর আগুন বলে মনে হচ্ছে কিংবা খুযাআ গোত্রের। আবু সুফিয়ান বলে, আমর গোত্রের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক কম। ইত্যবসরে মহানবী (সা.)-এর প্রহরীদের কয়েকজন তাদেরকে দেখে ফেলে এবং তাদের তিন জনকে বন্দী করে মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিয়ে আসে। আবু সুফিয়ান তখন ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) যখন মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন তখন তিনি হযরত আব্বাস (রা.)-কে বলেন, আবু সুফিয়ানকে পাহাড়ী গিড়িপথে আটকে রেখো, যেন সে মুসলমানদের দেখতে পায়। অতএব হযরত আব্বাস (রা.) তাকে আটকে রাখেন। বিভিন্ন গোত্র মহানবী (সা.)-এর সাথে অতিক্রম করতে থাকে। সৈনিকদের এক একটি দল আবু সুফিয়ানের সম্মুখ দিয়ে যেতে থাকে। একটি দল যখন অতিক্রম করে তখন আবু সুফিয়ান বলে, আব্বাস! এরা কারা? তিনি বলেন, এরা গিফ্ফার গোত্রের সদস্য। আবু সুফিয়ান বলে, গিফ্ফারের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। অতঃপর জুহায়নাহ্ গোত্রের লোকেরা অতিক্রম করলে আবু সুফিয়ান একই কথা বলে। এরপর সা'দ বিন হুযায়েম গোত্রের লোকেরা অতিক্রম করলে পুনরায় সে একই কথা বলে। এরপর সুলায়েম গোত্রের লোকেরা অতিক্রম করলে তখনও সে একই কথা বলে। অবশেষে এমন এক সেনাদল আসে যেমনটি সে আগে কখনো দেখে নি। আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করে এরা কারা? হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, এরা আনসার আর তাদের নেতা হলেন, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্, যার হাতে পতাকা রয়েছে। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (তাকে) ডেকে বলেন, আবু সুফিয়ান! আজকের দিন প্রচণ্ড যুদ্ধের দিন। আজ কাবা'য় যুদ্ধ করা বৈধ। আবু সুফিয়ান একথা শুনে বলে, আব্বাস! ধ্বংসের এই দিনটি কতই না উত্তম হতো যদি মোকাবিলার সুযোগ পাওয়া যেত। অর্থাৎ আমি যদি বিপক্ষে থাকতাম অথবা আমিও যদি সুযোগ পেতাম, তিনি যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন (তাই) এদিকে থাকার কারণে (এ বাসনা প্রকাশ করেন)। এরপর সেনাবাহিনীর আরেকটি দল আসে এবং এটি সব দলের চেয়ে ছোট ছিল। তাদের মাঝে মহানবী (সা.)ও ছিলেন এবং তাঁর সাথে মুহাজিরগণ ছিলেন। আর মহানবী (সা.)-এর পতাকা হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম-এর কাছে ছিল। মহানবী (সা.) যখন আবু সুফিয়ানের পাশ দিয়ে যান তখন আবু সুফিয়ান বলে, আপনি কি জানেন না যে, সা'দ বিন উবাদাহ্ কী বলেছে? তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কী বলেছে? সে বলে, এই এই (কথা) বলেছে, অর্থাৎ তিনি (রা.) যে শব্দ ব্যবহার করেছিলেন (সে তা উল্লেখ করে)। তিনি (সা.) বলেন, সা'দ (রা.) ঠিক করে নি। বরং এটি সেই দিন যাতে আল্লাহ্ তা'লা কাবা'র সম্মান প্রতিষ্ঠিত করবেন আর কাবার ওপর গিলাফ চড়ানো হবে, কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে না।

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবঃ আয়না রাকাযান্ নবীউ আর্ রাইআতা ইয়াওমাল ফাতহে, হাদীস নং: ৪২৮০), (মু'জিমুল বুলদান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৪৭)

এই ঘটনাটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কিছুটা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। সেই বিবরণ হল, যখন সৈন্যবাহিনী মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হয় তখন মহানবী (সা.) হযরত আব্বাস (রা.)-কে নির্দেশ প্রদান করেন, কোন সড়কের প্রান্তে আবু সুফিয়ান এবং তার সঙ্গীদের নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো যাতে তারা ইসলামী সৈন্যবাহিনী এবং তাদের আত্মোৎসর্গ প্রত্যক্ষ করতে পারে। হযরত আব্বাস (রা.) তা-ই করেন। আবু সুফিয়ান এবং তার সঙ্গীদের সামনে দিয়ে একের পর এক আরবের গোত্রগুলো অতিক্রম করতে থাকে যাদের সাহায্যের ওপর মক্কা ভরসা করে ছিল। অর্থাৎ, মক্কাবাসীরা মনে করত, তারা সাহায্য করবে, অথচ (এদিন) তাদের সবাই মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিল। কিন্তু আজ তারা অর্থাৎ সেসব গোত্র কুফরির পতাকা বহন করছিল না বরং আজ তারা ইসলামের পতাকা বহন করছিল। আর

তাদের মুখে সর্বশক্তিমান খোদার একত্ববাদের জয়ধ্বনি ছিল। তারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রাণনাশের জন্য অগ্রসর হচ্ছিল না, যেমনটি মক্কার লোকেরা প্রত্যাশা রাখত, বরং তারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য নিজেদের রক্তের শেষ বিন্দুটুকু বিলিয়ে দিতেও প্রস্তুত ছিল। আর তাদের পরম বাসনা এটিই ছিল যে, তারা যেন এক-খোদার একত্ববাদ এবং তাঁর বাণীকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। দলের পর দল অতিক্রম করছিল। তখনই আশজা' গোত্রের লোকেরা অতিক্রম করে। ইসলামের প্রতি ভালোবাসা এবং এর জন্য উৎসর্গিত হওয়ার উদ্দীপনা তাদের চেহারায় সুস্পষ্ট ছিল এবং তাদের জয়ধ্বনি থেকে প্রকাশ পাচ্ছিল। আবু সুফিয়ান বলে, আব্বাস! এরা কারা? আব্বাস (রা.) বলেন, এরা আশজা' গোত্রের লোক। আবু সুফিয়ান অবাক হয়ে আব্বাস (রা.)'র প্রতি তাকিয়ে বলে, গোটা আরবে এদের চেয়ে বড় কোন শত্রু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ছিল না। আব্বাস (রা.) বলেন, এটি খোদা তা'লার কৃপা, তিনি যখন চেয়েছেন তখন তাদের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা প্রবেশ করেছে। সবশেষে মহানবী (সা.) মুহাজির ও আনসারদের বাহিনীকে সাথে নিয়ে অতিক্রম করেন। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দু'হাজার এবং তাদের আপাদমস্তক লৌহবর্মে আচ্ছাদিত ছিল। হযরত উমর (রা.) তাদের কাতার সোজা করছিলেন আর বলছিলেন, সতর্কতার সাথে পা ফেল যেন সারিগুলোর (মধ্যবর্তী) দূরত্ব সমান থাকে। ইসলামের জন্য এই পুরোনো নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের উদ্দীপনা, সংকল্প আর উদ্যম তাদের চেহারা থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছিল। তাদেরকে দেখে আবু সুফিয়ানের হৃদয় কেঁপে উঠে। সে জিজ্ঞেস করে, আব্বাস! এরা কারা? আব্বাস (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) আনসার ও মুহাজিরদের বাহিনীসহ যাচ্ছেন। আবু সুফিয়ান উত্তরে বলে, এই সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করার ক্ষমতা এই পৃথিবীতে কার আছে? এরপর সে হযরত আব্বাস (রা.)-কে সম্বোধন করে বলে, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় বাদশাহ্ হয়ে গেছেন। আব্বাস (রা.) বলেন, এখনও কি তোমার হৃদয়ের দৃষ্টি উন্মোচিত হয় নি? এটি রাজত্ব নয়, এটি তো নবুয়ত। আবু সুফিয়ান বলে, হ্যাঁ, ঠিক আছে, নবুয়তই বৈ কি। এই বাহিনী যখন আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তখন আনসারদের সেনাপতি সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) আবু সুফিয়ানকে দেখে বলেন, আজ খোদা তা'লা আমাদের জন্য তরবারির জোরে মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ করে দিয়েছেন। আজ কুরাইশ জাতিকে লাঞ্ছিত করা হবে। মহানবী (সা.) যখন আবু সুফিয়ানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন তখন সে উচ্চস্বরে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কি স্বজাতিকে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করেছেন? এইমাত্র আনসারদের নেতা সা'দ (রা.) এবং তার সঙ্গীরা এ কথাই বলছিল। তারা উচ্চস্বরে এ কথাই বলছিল যে, আজ লড়াই হবে আর মক্কার পবিত্রতা আজ আমাদেরকে লড়াই থেকে বিরত রাখতে পারবে না। আর আমরা কুরাইশদের লাঞ্ছিত করেই ছাড়ব। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি তো পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পুণ্যবান, সবচেয়ে বেশি দয়ালু এবং সবচেয়ে বেশি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ব্যক্তি। আজ আপনি কি আপনার জাতির কৃত অন্যায়-অত্যাচারকে উপেক্ষা করবেন না? আবু সুফিয়ানের এই অভিযোগ এবং অনুনয় শুনে সেই মুহাজিররাও ব্যাকুল হয়ে উঠেন, যাদেরকে মক্কার অলিগলিতে মারধর করা হতো, যাদেরকে বাড়িঘর এবং ধনসম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হতো। আর তাদের হৃদয়েও মক্কার লোকদের প্রতি সহানুভূতি জেগে উঠে এবং তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আনসাররা মক্কার লোকদের অন্যায় অত্যাচারের যেসব ঘটনা শুনেছে সেগুলোর কারণে আজ আমরা জানি না যে, তারা কুরাইশদের সাথে কীরূপ আচরণ করবে। মহানবী (সা.) বলেন, আবু সুফিয়ান! সা'দ ভুল বলেছে। আজ কৃপার দিন। আজ

আল্লাহ্ তা'লা কুরাইশ এবং কাবা গৃহকে সম্মান দান করবেন। অতঃপর তিনি (সা.) একজনকে সা'দ (রা.)'র কাছে প্রেরণ করেন এবং বলেন, তোমার পতাকা তোমার পুত্র কায়েস (রা.)-কে দিয়ে দাও কেননা, তোমার স্থলে সে আনসার বাহিনীর নেতৃত্ব দিবে। এভাবে তিনি (সা.) তাঁর কাছ থেকে পতাকা নিয়ে নেন আর তার পুত্রের হাতে তুলে দেন। এভাবে তিনি মক্কার লোকদেরও মনস্তুষ্টি করেন আর আনসারদেরও মনোকষ্ট পাওয়া থেকে নিরাপদ রাখেন। এছাড়া সা'দ (রা.)'র পুত্র কায়েস (রা.)'র ওপর মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ আস্থা ছিল। কেননা কায়েস খুবই ভদ্র স্বভাবের যুবক ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তিনি এতই ভদ্র ছিলেন যে, তার ভদ্রতার অবস্থা সম্পর্কে ইতিহাসে লেখা আছে, তার মৃত্যুর সময় যখন কতিপয় লোক তার শুশ্রূষার জন্য আসেন আর কতেক আসেন নি তখন তিনি তার মিত্রদের জিজ্ঞেস করেন, কী কারণে আমার কতিপয় মিত্র, যারা আমার ঘনিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আমাকে দেখতে আসে নি? তার মিত্ররা বলেন, আপনি অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি। কায়েস খুবই দানশীল ছিলেন এবং মানুষকে অনেক সাহায্য করতেন। আপনি সবাইকে তাদের বিপদের সময় ঋণ প্রদান করেন। কেউ ঋণ চাইলে তিনি দিয়ে দিতেন, আর শহরের অনেক মানুষ আপনার কাছে ঋণী। তারা এ কারণে আপনার শুশ্রূষার জন্য আসে নি যে, এই অবস্থায় আপনার হয়ত অর্থের প্রয়োজন হবে আর আপনি তাদের কাছে অর্থ ফেরত চেয়ে বসবেন। অর্থাৎ যে ঋণ আপনি দিয়ে রেখেছেন তা আবার ফেরত না চেয়ে বসেন। তিনি (রা.) বলেন, ওহো। খুবই দুঃখ প্রকাশ করেন যে, আমার মিত্রদের অযথাই এই কষ্ট হয়েছে। তাদের মাথায় যদি এই চিন্তা এসে থাকে তাহলে আমার পক্ষ থেকে পুরো শহরে ঘোষণা করে দাও, কায়েসের কাছে ঋণী প্রত্যেক ব্যক্তির ঋণ মওকুফ করে দেয়া হল। তিনি বলেন, তখন এত বেশি সংখ্যায় মানুষ তার শুশ্রূষার জন্য বা তাকে দেখতে আসে যে, তার বাড়ির সিঁড়ি ভেঙে পড়ে। **(দীবাচাহ্ তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলুম, ২০তম খন্ড, পৃঃ ৩৪১-৩৪৩)**

হুনায়েনের যুদ্ধের আরেক নাম হাওয়াযেনের যুদ্ধও বটে। হুনায়েন পবিত্র মক্কা নগরী এবং তায়েফের মাঝে মক্কা থেকে ত্রিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি উপত্যকা। হুনায়েনের যুদ্ধ অষ্টম হিজরী সনের শওয়াল মাসে মক্কা বিজয়ের পর সংঘটিত হয়েছিল। সেই যুদ্ধে যে গণিমতের মাল (অর্থাৎ, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) লাভ হয় তা মহানবী (সা.) মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করে দেন। আনসাররা তাদের হৃদয়ে এই বিষয়ের জন্য (কষ্ট) অনুভব করেন। এ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত বিবরণ মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে এভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন কুরাইশ এবং আরবের অন্যান্য গোত্রের মাঝে গণিমতের মাল বণ্টন করেন তখন তা থেকে আনসারদের ভাগে কিছুই পরে নি। আনসারগণ এটি অনুভব করেন এবং তাদের মাঝে এ নিয়ে চর্চা হতে থাকে, এমনকি তাদের কেউ একজন এ কথাও বলে, মহানবী (সা.) স্বজাতির সাথে মিলিত হওয়ার পর আমাদের ভুলে গেছেন আর মুহাজিরদের (সবকিছু) দিয়ে দিয়েছেন। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই গোত্র অর্থাৎ আনসাররা নিজেদের হৃদয়ে আপনার সম্পর্কে (নেতিবাচক) কিছু অনুভব করছে। আপনি স্বজাতি এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রের মাঝে যুদ্ধলব্ধ যে সম্পদ বণ্টন করেছেন আনসাররা তা থেকে কিছুই পায় নি। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে সা'দ (রা.)! এক্ষেত্রে তুমি কোন পক্ষ অবলম্বন করছ? তুমি নিজের কথা বল। তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি কেবল আমার জাতির এক সদস্য মাত্র। এছাড়া আমার মূল্যই বা কী? তিনি (সা.) বলেন, নিজ জাতিকে এই বেষ্টনীর মাঝে একত্র কর।

অর্থাৎ সেখানে বেষ্টনী দেওয়া বড় একটি জায়গা ছিল, সেখানে নিয়ে আস। অতএব, হযরত সা'দ (রা.) বের হন এবং আনসারদেরকে তিনি সেই বেষ্টনীর মাঝে একত্রিত করেন। কয়েকজন মুহাজিরও চলে আসেন। হযরত সা'দ (রা.) তাদেরকেও ভেতরে আসতে দেন, কিন্তু আরো কিছু লোক ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে তিনি তাদেরকে বাঁধা দেন। সবাই একত্রিত হওয়ার পর হযরত সা'দ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, আনসারগণ সমবেত হয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) তাদের কাছে যান এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মহিমা কীর্তন করার পর বলেন, হে আনসারের দল! তোমাদের সম্পর্কে আমি এসব কী শুনছি, তোমাদেরকে (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদ না দেয়ার কারণে তোমরা নাকি অসন্তুষ্ট? আমি যখন তোমাদের মাঝে এসেছি তখন তোমরা কি পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে সুপথ দেখিয়েছেন। তোমরা কি অভাব-অনটনের শিকার ছিলে না? এরপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে সম্পদশালী বানিয়ে দিয়েছেন। তোমরা কি পরস্পরের শত্রু ছিলে না? আর আল্লাহ্ তোমাদের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি প্রীতি সঞ্চার করেছেন। তারা বলেন, কেন নয়! আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) সর্বাধিক অনুগ্রহশীল ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি (সা.) বলেন, হে আনসারের দল! তোমরা আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা আপনাকে কী উত্তর দিব, যখন কিনা সকল অনুগ্রহ ও কৃপা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এরই। তিনি (সা.) বলেন, খোদার কসম! তোমরা চাইলে একথাও বলতে পারতে এবং তা সত্য হত আর তোমাদের সত্যায়নও হয়ে যেত যে, আপনি আমাদের কাছে এমন অবস্থায় এসেছিলেন যখন আপনাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, তখন আমরা আপনার সত্যায়ন করেছি। আপনার স্বজনেরা আপনাকে পরিত্যাগ করেছিল, তখন আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি। আপনি এমন অবস্থায় আমাদের কাছে এসেছিলেন যখন মানুষ আপনাকে দেশান্তরিত করেছিল, তখন আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। আপনি সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছিলেন বলে আমরা আপনার সাথে বন্ধুত্ব বা মৈত্রী স্থাপন করেছি। হে আনসারের দল! তোমরা কি পার্থিব এই সামান্য সম্পদের জন্য দুঃখ অনুভব করেছ? এসব কথা বলার পর তিনি (সা.) বলেন, তোমরা আমাকে এই এই উত্তর দিতে পারতে। পুনরায় তিনি (সা.) বলেন, হে আনসারের দল! তোমরা কি পার্থিব এই তুচ্ছ সম্পদের জন্য দুঃখ অনুভব করেছ যা আমি তোমাদের না দিয়ে তাদেরকে প্রদান করেছি? তা আমি এই জাতির মনস্তুষ্টির জন্য দিয়েছি যেন তারা ইসলাম গ্রহণ করে আর আমি তোমাদেরকে তোমাদের ইসলামের হাতে অর্পণ করেছি। তাদের মনস্তুষ্টি করেছি যাতে তারা ইসলাম গ্রহণ করে আর সুদৃঢ় হয় এবং তোমাদেরকে তোমাদের ইসলামের হাতে তুলে দিয়েছি। হে আনসাদের দল! তোমরা কি এতে আনন্দিত নও যে, মানুষ ছাগল, ভেড়া ও উট নিয়ে যাবে আর তোমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সাথে নিয়ে নিজেদের বাড়িতে ফিরবে? এরপর তিনি (সা.) বলেন, সেই সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ, হিজরত (করতে) না হলে আমি আনসারদেরই একজন হতাম আর যদি সব মানুষ এক উপত্যকা দিয়ে যায় আর আনসাররা অন্য উপত্যকা দিয়ে যায় তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকাকেই বেছে নিব। হে আল্লাহ্! তুমি আনসারদের প্রতি কৃপা কর এবং আনসারদের সন্তানদের প্রতি এবং আনসারদের সন্তানদের সন্তানদের প্রতিও (তুমি দয়া কর)। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে সেখানে উপস্থিত আনসারদের সবাই কাঁদতে আরম্ভ করেন, এমনকি তাদের দাড়ি তাদের অশ্রুতে সিক্ত হয়ে যায়। তারা বলেন, বণ্টন ও ভাগাভাগির ক্ষেত্রে আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি সন্তুষ্ট। অর্থাৎ আপনি যেভাবে বণ্টন করেছেন তাতেই আমরা সন্তুষ্ট এবং আমাদের

জন্য আপনিই যথেষ্ট। অতঃপর মহানবী (সা.) ফিরে যান আর অন্যরাও যার যার মতো চলে যায়। **{মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯২-১৯৩, মুসনাদ আবী সাঈদিল খুদরী (রা.) বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সনে মুদ্রিত} {এটলাস সীরাতে নববী (সা.), পৃঃ ৪০৮-৪০৯, দারুস সালামুর রিয়ায থেকে ১৪২৪ হিজরী সনে মুদ্রিত} {আস্ সীরাতুল হালবীয়া, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৩ ও ১৭৫, বাবঃ গাযওয়া আত্ তায়েফ, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সনে মুদ্রিত)**

বিদায় হজ্জের জন্য মদীনা থেকে সফর করে মহানবী (সা.) যখন হজ্জের স্থানে পৌঁছেন তখন সেখানে তাঁর বাহন হারিয়ে যায়। মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র একই বাহন ছিল, যা হযরত আবু বকর (রা.)'র কৃতদাসের কাছে ছিল। তার কাছ থেকে রাতের বেলা এই বাহন হারিয়ে যায়। হযরত সাফওয়ান বিন মুয়াত্তাল (রা.) কাফেলায় সবার পিছনে ছিলেন। তিনি নিজের সাথে সেই উটনীকে নিয়ে আসেন আর সব মালপত্রও তাতে মওজুদ ছিল। অর্থাৎ সেই হারিয়ে যাওয়া উটনীকে তিনি নিয়ে আসেন যাতে সব জিনিসপত্রও ছিল।

হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) এ কথা শোনার পর তার পুত্র কায়েস (রা.)-কে সাথে নিয়ে আসেন, তাদের উভয়ের সাথে একটি উট ছিল, যার ওপর পাথেয় ছিল অর্থাৎ সফরের সমস্ত মালপত্র সেটির পিঠে বোঝাই করা ছিল। তারা যখন মহানবী (সা.)-এর সেবায় উপস্থিত হন তখন তিনি (সা.) তাঁর বাড়ির দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ততক্ষণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) জিনিপত্রসহ হারানো উট ফেরত দিয়েছিলেন, অর্থাৎ ততক্ষণে সেই হারানো উটনী তিনি (সা.) ফিরে পেয়েছিলেন। হযরত সা'দ (রা.) এসে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা জানতে পেরেছি, আপনার জিনিপত্রসহ একটি উটনী হারিয়ে গেছে। সেটির পরিবর্তে আমাদের এই বাহনটি (আপনি গ্রহণ করুন)। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা সেই উটনী আমাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ সেই হারানো উটনী পাওয়া গেছে, তোমরা উভয়ে তোমাদের বাহন ফেরত নিয়ে যাও, আল্লাহ্ তোমাদের উভয়কে আশিসমণ্ডিত করুন। **{সাবিলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৮০তম খণ্ড, পৃঃ ৪৬০, যিকরু নুযূলিহি (সা.) বিলউরুজ, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৩ সনে মুদ্রিত}, (কিতাবুল মাগাযী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৯৩, বাব হজ্জাতুল বিদা, বৈরুতে আলামুল কুতুব ছাপাখানা হতে ১৯৮৪ সনে মুদ্রিত)**

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর কন্যা তাঁকে এই বলে ডেকে পাঠান যে, আমার সন্তান মৃত্যুশয্যায় রয়েছে, আপনি আমাদের এখানে আসুন। তখন তিনি (সা.) উত্তরে বলে পাঠান, সবকিছু আল্লাহ্‌রই যা তিনি নিয়ে যেতে চান এবং যা তিনি দান করেন আর প্রতিটি বিষয়ের জন্য তাঁর কাছে একটি সময় নির্ধারিত আছে, তাই তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি কামনা কর। তিনি পুনরায় মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে ডেকে পাঠান, তার বাড়িতে যেন [তিনি (সা.)] অবশ্যই যান। তিনি (সা.) উঠে দাঁড়ান এবং তাঁর সাথে হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.), হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.), হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.), হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.) এবং আরো কয়েকজন ছিলেন। মহানবী (সা.) সেখানে পৌঁছলে শিশুটিকে কোলে করে তাঁর (সা.) কাছে নিয়ে আসা হয়। সেই মুহূর্তে শিশুটি অন্তিম নিঃশ্বাস নিচ্ছিল আর শেষ নিঃশ্বাস ফেলার মতোই শব্দ আসছিল। উসামা (রা.) বলেন, যেভাবে পুরোনো কলসিতে আঘাত লাগলে শব্দ হয় তখন তেমনই শব্দ হচ্ছিল এবং (শিশুটি) বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছিল। শিশুটির এই অবস্থা দেখে মহানবী (সা.)-এর চোখ থেকে অশ্রু বইতে আরম্ভ করে। হযরত সা'দ (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এটি কী! তিনি (সা.) উত্তরে বলেন, **এটি হল সেই রহমত যা আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে সৃষ্টি করেছেন আর আল্লাহ্ তা'লাও তাঁর বান্দাদের মধ্য**

হতে তাদের প্রতিই কৃপা করেন যারা অন্যদের প্রতি কৃপা করে। {সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, বাবঃ কওলুন্ নবীয়ে (সা.) ইয়ায্‌যেবুল মাইয়েতে বেবুকায়ে আহলিহী আলায়হি ... হাদীস নং: ১২৮৪} এটি একটি আবেগতাড়িত অবস্থা বৈ আর কিছু নয়। (এটি) কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার কৃপা।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়লে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.), হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাস'উদ (রা.) এঁদের সবাইকে সাথে নিয়ে মহানবী (সা.) তার অসুখের খবরাখবর নিতে যান। তার কাছে পৌঁছার পর তিনি (সা.) তাকে পরিবার-পরিজনের মাঝে পরিবেষ্টিত দেখেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, সে কি মারা গেছে? অসুস্থতার কারণে লোকজন সমবেত হয়েছিল, গুরুতর অসুখ ছিল, পরিবার-পরিজন চতুর্দিকে জড়ো হয়েছিল। তারা বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তিনি মারা যান নি। যাহোক, মহানবী (সা.) নিকটে যান এবং তার অবস্থা দেখে কেঁদে ফেলেন। মহানবী (সা.)-কে কাঁদতে দেখে অন্যরাও কাঁদতে আরম্ভ করে। এরপর তিনি (সা.) বলেন, শোন! চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হলে আল্লাহ্ শাস্তি দেন না আর হৃদয় ব্যথিত হলেও না। বরং এটির কারণে তিনি শাস্তি দিবেন বা কৃপা করবেন আর তিনি (সা.) নিজের জিহ্বার দিকে ইশারা করেন এবং বলেন, মৃতের জন্য তার পরিবারের বিলাপ করার কারণে তার শাস্তি হয়। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, বাবুল বুকায়ে ইন্দাল মারিযে, হাদীস নম্বর ১৩০৪)**

বিলাপ করা অন্যায়। সেই মুহূর্তে হতে পারে, তার এমন অবস্থা দেখে মহানবী (সা.)-এর মাঝে দোয়ার প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিল এবং এতেই তাঁর কান্না চলে আসে। কিন্তু অন্যরা হয়ত মনে করেছিল, তার অন্তিম সময় দেখে তিনি (সা.) কাঁদতে আরম্ভ করেন। তাই মহানবী (সা.) তাদেরকে বুঝিয়েছেন, কান্না নিষেধ নয় কিন্তু যে বিষয়টি অপছন্দনীয় ও নিষেধ তা হল, আল্লাহ্ তা'লার নির্ধারিত তকদীর প্রকাশিত হলে মানুষ অসন্তুষ্ট হয়। অতএব অশ্রু যদি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নির্গত হয় তাহলে তা তাঁর অনুগ্রহকে আকৃষ্ট করে, অন্যথায় যদি তা বিরাগ প্রকাশের উদ্দেশ্যে নির্গত হয় এবং তার জন্য বিলাপ করা হয় তাহলে এটি শাস্তির কারণ হয়। যাহোক, তখনো তিনি মৃত্যুবরণ করেন নি, কিন্তু মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় আনসারদের এক ব্যক্তি তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করে। এরপর সেই আনসারী সাহাবী পিছন ফিরেন। মহানবী (সা.) বলেন, হে আনসারী ভাই! আমার ভাই সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) কেমন আছেন? তিনি বলেন, ভালো আছেন। মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে কে তার শুশ্রূষা করবে বা তাকে দেখতে যাবে? তিনি (সা.) উঠে দাঁড়ান আর আমরাও মহানবী (সা.)-এর সাথে উঠে দাঁড়াই। আর আমরা ১০ জনের অধিক ছিলাম। আমরা জুতাও পায়ে দেই নি, মোজাও পরি নি, টুপিও ছিল না আর জামাও নেই নি। অর্থাৎ আমরা তৎক্ষণাৎ মহানবী (সা.)-এর সাথে রওয়ানা হই। তিনি (রা.) বলেন, আমরা হাঁটতে হাঁটতে তার কাছে অর্থাৎ, সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'র কাছে পৌঁছি। তার চারপাশে যারা জড়ো হয়েছিলেন তারা পিছনে সরে যান আর মহানবী (সা.) ও তাঁর সাথে আগত সাহাবীরা (রা.) তার নিকটে যান। এটি মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত। পূর্বের ঘটনাটিই এই রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল জানায়েয, বাবঃ ফি ইয়াদাতুল মারযা, ২১৩৮)**

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বিন হারাম (রা.) বর্ণনা করেন, আমার পিতা আমাকে ‘হারীরা’ রান্না করার নির্দেশ দেন। আমি হারীরা রান্না করি। হারীরা হল- সেই প্রসিদ্ধ খাবার, যা আটা, ঘি ও পানির সংমিশ্রণে প্রস্তুত করা হয়। (অনেকে বলেছেন,) আটা ও দুধের মিশ্রণে এটি প্রস্তুত হয়। যাহোক হাদীসের অভিধান থেকে তারা যে (অর্থ) বের করেছেন তা হল, (আটা ও দুধ দিয়ে এটি প্রস্তুত হয়)। তিনি বলেন, আমি তার নির্দেশে সেই হারীরা নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই। মহানবী (সা.) তখন বাড়িতেই ছিলেন, তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে জাবের (রা.)! এগুলো কি মাংস? আমি নিবেদন করি, জ্বী না, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এটি হারীরা, যা আমি আমার পিতার নির্দেশে প্রস্তুত করেছি। এরপর তার নির্দেশেই আমি এগুলো নিয়ে আপনার সমীপে উপস্থিত হয়েছি। এরপর আমি আমার পিতার কাছে ফিরে এলে আমার পিতা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি মহানবী (সা.)-কে দেখেছ? উত্তরে আমি বললাম, জ্বী। আমার পিতা জিজ্ঞেস করেন, মহানবী (সা.) তোমাকে কী বলেছেন? তখন আমি বলি, মহানবী (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, হে জাবের! এগুলো কি মাংস? একথা শুনে আমার পিতা বলেন, সম্ভবত মহানবী (সা.)-এর মাংস খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। এরপর আমার পিতা ছাগল জবাই করে সেটি রান্না করেন এবং আমাকে তা মহানবী (সা.)-এর সমীপে দিয়ে আসার নির্দেশ দেন। হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমি সেই ছাগলের মাংস নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করলে তিনি (সা.) বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তা'লা আনসারদেরকে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন; বিশেষ করে আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারাম এবং সা'দ বিন উবাদাহ্‌কে। **(আল্ মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯-৪০, কিতাবুল আতয়েমাহ্, দারুল ফিকর থেকে ২০০১ সনে প্রকাশিত), (ফাতহুল বারী কিতাবুল আতয়েমাহ্, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৬৭৮, করাচীর কাদীমী ছাপাখানা হতে মুদ্রিত) (জাহাঙ্গীর উর্দূ অভিধান, পৃঃ ৬৪৯, লাহোরের জাহাঙ্গীর বুকস থেকে প্রকাশিত) (Lexicon Pat-2, Pg.539, London 1865)**

হযরত আবু উসায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, আনসার পরিবারগুলোর মাঝে উত্তম পরিবার হল বনু নাজ্জার, এরপর বনু আব্দে আশ্‌হাল, এরপর বনু হারেস বিন খাযরাজ, এরপর বনু সা'য়েদা আর আনসারদের সকল পরিবারেই কল্যাণ রয়েছে। একথা শুনে হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.), যিনি ইসলামে উচ্চমর্যাদার অধিকারী ছিলেন, সহীহ্ বুখারীর হাদীস এটি অর্থাৎ অনেক উচ্চমর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তিনি বলেন, আমি মনে করি, মহানবী (সা.) তাদেরকে আমাদের চেয়ে উত্তম আখ্যা দিয়েছেন। তখন তাকে বলা হয়, মহানবী (সা.) তো আপনাকেও অনেক মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবু মানাকেব আল্ আনসার, বাবঃ মানকাবাতি সা'দ বিন উবাদাহ্, হাদীস নংঃ ৩৮০৭)**

হযরত আবু উসায়েদ আনসারী (রা.) সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, আনসারদের উত্তম পরিবারগুলো হল বনু নাজ্জার, এরপর বনু আব্দে আশ্‌হাল, এরপর বনু হারেস বিন খাযরাজ, এরপর বনু সা'য়েদা, আর আনসারদের সকল পরিবারেই কল্যাণ নিহিত আছে। বর্ণনাকারী আবু সালমাহ্ (রা.) বলেন, হযরত আবু উসায়েদ (রা.) বলেন, **‘মহানবী (সা.)-এর বরাতে এই হাদীস বর্ণনা করার কারণে আমাকে দোষারোপ করা হয়; আমি যদি ভুল বর্ণনা করতাম তাহলে অবশ্যই আমার নিজ গোত্র বনু সা'য়েদার নাম প্রথমে বলতাম।'** এ কথা হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'র কানে পৌঁছলে তিনিও এতে খুবই মর্মাহত হন। পূর্বের বর্ণনায়ও তার অনুভূতি এরূপই প্রকাশ পেয়েছিল যে, তিনি আমাদেরকে বলেন, **‘আমাদেরকে পিছিয়ে দেয়া হয়েছে, এমনকি আমরা চারটির মধ্যে সর্বশেষে চলে গিয়েছি।'** তিনি অর্থাৎ সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) বলেন, ‘আমার জন্য আমার গাধার পিঠে জিন বাঁধ; আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে যাচ্ছি।' সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'র ভাতিজা সাহ্‌ল তাকে

বলেন, 'আপনি কি মহানবী (সা.)-এর কথা পরিবর্তন করানোর জন্য যাচ্ছেন; {অর্থাৎ মহানবী (সা.) যে ক্রমবিন্যাস বর্ণনা করেছেন, সে বিষয়ে অযথা প্রশ্ন করতে যাচ্ছেন?} অথচ মহানবী (সা.) বেশি জানেন। এটি কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয় যে, আপনারা চারটির মধ্যে একটি?' অতঃপর তিনি এই সংকল্প পরিবর্তন করেন এবং বলেন, **'আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই বেশি জানেন'**; এরপর তিনি তার গাধার ওপর থেকে জিন খুলে ফেলার নির্দেশ দেন এবং জিন খুলে ফেলা হয়। এটি-ও সহীহ্ মুসলিমের-ই রেওয়ায়েত বা হাদীস। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবু ফাযায়েলিস সাহাবাতে, বাবঃ ফি খায়রে দওরেল আনসার, হাদীস নংঃ ৬৪২৫)**

হিশাম বিন উরওয়াহ্ তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) এই দোয়া করতেন, **'হে আল্লাহ্! আমাকে প্রশংসাযোগ্য বানিয়ে দাও এবং আমাকে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী বানাও; সৎকাজ ছাড়া সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করা যায় না, সৎকাজ করা ছাড়া সম্মান ও মর্যাদা লাভ করা যায় না**। (ভালো কাজ না হলে সম্মানও পাওয়া যায় না আর মর্যাদাও লাভ করা যায় না)**; আর সম্পদ ছাড়া সৎকাজ করা সম্ভব নয়। হে আল্লাহ্! স্বল্প (সম্পদ) আমার জন্য যথোচিত নয়, আর এতে আমার পোষাবেও না।'** **(আত্ তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬১, সাদ বিন উবাদাহ, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত)**

যাহোক, এটি তার দোয়া করার একটি নিজস্ব রীতি ছিল। সহীহ্ মুসলিমের একটি রেওয়ায়েত বা হাদীস রয়েছে; হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন– 'হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) বলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! যদি আমি আমার স্ত্রীর সাথে কোন পর পুরুষকে অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখতে পাই, তবে কি আমি চারজন সাক্ষী না আনা পর্যন্ত তার গায়ে হাত তুলব না?' মহানবী (সা.) বলেন, 'হ্যাঁ, (হাত তুলবে না)'। একথা শুনে তিনি (রা.) বলেন, 'কক্ষনো না! সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, যদি আমি (সেখানে) হই- তবে এর পূর্বেই তড়িৎ তরবারী দ্বারা এর মীমাংসা করে ফেলব; (অর্থাৎ কোন সাক্ষী খুঁজতে যাব না, বরং হত্যা করে ফেলব)।' মহানবী (সা.) উপস্থিত লোকদের বলেন, **'শোন! তোমাদের নেতা কী বলছে! সে খুবই আত্মাভিমানী'**; [তিনি (সা.)} আরো বলেন, **'আমি তার চেয়ে বেশি আত্মাভিমানী'**, এরপর বলেন, **'আল্লাহ্ তা'লা আমার চেয়েও বেশি আত্মাভিমানী।'** **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল্ লিয়ান, হাদীস নংঃ ৩৭৬৩)**

এরপর একই বিষয়ে মুসলিমের আরও একটি হাদীস রয়েছে; হযরত মুগীরা বিন শো'বাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) বলেন, **'আমি যদি কোন পর পুরুষকে আমার স্ত্রীর সাথে (অন্তরঙ্গ অবস্থায়) দেখি তবে তাকে হত্যা করে ফেলব; আর তরবারির ভোঁতা দিক দিয়ে নয়, ধারালো দিক দিয়ে তা করব।'** এ কথা মহানবী (সা.)-এর কানে পৌঁছলে তিনি (সা.) বলেন, **'তোমরা কি সা'দের আত্মাভিমান দেখে আশ্চর্য হচ্ছ? আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার চেয়ে বেশি আত্মাভিমানী আর আল্লাহ্ আমার চেয়েও বেশি আত্মাভিমানী। আল্লাহ্ তাঁর আত্মাভিমানের কারণেই যাবতীয় অশ্লীলতা নিষিদ্ধ করেছেন– তা প্রকাশ্যই হোক বা গোপনীয়; আর কোন ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশি আত্মাভিমানী নয়, আর কেউ-ই আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক ক্ষমা প্রার্থনাকে ভালোবাসে না;** (আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশি আত্মাভিমানীও কেউ নয়, আর আল্লাহ্ ক্ষমা প্রার্থনা করাকে যতটা ভালোবাসেন, তওবা করাকে ভালোবাসেন, মার্জনাকে পছন্দ করেন– কেউ-ই এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র চেয়ে অগ্রগামী হতে পারে না।)' তিনি (সা.) বলেন, **'এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা রসূলদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে আবির্ভূত করেছেন; তারা সুসংবাদও দেন, সতর্কও করেন আর কেউ-ই**

প্রশংসা-কীর্তনকে আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশি পছন্দ করে না। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।' (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল্ লিয়ান, হাদীস নং ৩৭৬৪)

আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনের সংজ্ঞা হল, সকল প্রকার মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকা, আর এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'লা জান্নাতেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রেও তাড়াহুড়া করেন না। মানুষ বলতে পারে, আমার আত্মাভিমান জেগে উঠেছিল তাই কালবিলম্ব করি নি। তওবাকারীদেরকে তিনি ক্ষমাও করেন আর কেবল ক্ষমাই করেন না বরং পুরস্কারেও ভূষিত করেন। অতএব তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার বিধান লঙ্ঘন করো না বরং আল্লাহ্ তা'লার বিধানের মাঝেই থাকো।

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে একটি হাদীসে রয়েছে, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাকে বলেন, অমুক গোত্রের সদকার নিগরানী বা তত্ত্বাবধান কর কিন্তু লক্ষ্য রাখবে, কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় যেন উপস্থিত না হও যে, নিজের কাঁধের ওপর কোন প্রাপ্তবয়স্ক উট চাপানো রয়েছে আর সেটি কিয়ামতের দিন বিকট চিৎকার করতে থাকবে। তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তাহলে এই দায়িত্ব অন্য কারো ওপর ন্যস্ত করুন। অতএব, তিনি (সা.) এ কাজের দায়িত্বভার তার প্রতি অর্পণ করেন নি। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৭৩, মুসনাদ সা'দ বিন উবাদাহ্, হাদীস নং: ২২৮২৮, বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সনে মুদ্রিত) অর্থাৎ, নিগরান বা তত্ত্বাবধায়ককে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে, সুবিচার করতে হবে আর কোন ধরনের আত্মসাৎ করা যাবে না। যদি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় এবং সুবিচার করা না হয়, দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা না হয় তাহলে এটি অনেক বড় পাপ আর কিয়ামত দিবসে এজন্য জবাবদিহি হতে হবে।

মহানবী (সা.)-এর যুগে ছয়জন আনসার সাহাবী পবিত্র কুরআন সংকলন করেছিলেন, যাদের একজন ছিলেন হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)। (উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৩, জারিয়াতে বিন মাজমুয়া, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সনে মুদ্রিত)

এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

"আনসারদের মধ্য থেকে যারা প্রসিদ্ধ হাফিয ছিলেন তাদের নাম হল: হযরত উবাদাহ্ বিন সামেত (রা.), হযরত মুআয (রা.), হযরত মুজাম্মে' বিন হারেসাহ্ (রা.), হযরত ফাযালাহ্ বিন উবায়েদ (রা.), হযরত মাসলামাহ্ বিন মুখাল্লাদ (রা.), হযরত আবু দারদা' (রা.), হযরত আবু যায়েদ (রা.), হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.), হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.), হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) এবং উম্মে ওয়ারাকাহ্ (রা.)।" তিনি লিখেছেন, **"ইতিহাস থেকে এটি প্রমাণিত যে, সাহাবীদের (রা.) মধ্য থেকে অনেকেই পবিত্র কুরআনের হাফিয ছিলেন।"** (দীবাচাহ্, তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলুম, ২০তম খণ্ড, পৃ: ৪৩০)

তার সম্পর্কে অল্প কিছু বিবরণ রয়ে গেছে, তা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে উল্লেখ করা হবে।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, ৩১ জানুয়ারি ২০২০, পৃ: ৫-৯)
(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)